শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার

উত্তম চর্চার নির্দেশিকা

শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আয়োজন করার জন্য আমার কারো কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

না

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার অনুযায়ী সমাবেশ আয়োজনের জন্য আগাম অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই । বড়জোর, বৃহৎ সমাবেশ বা এমন সমাবেশ যেখানে নির্দিষ্ট মাত্রার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, সেরকম ক্ষেত্রে আগে অবহিত করা হোক-কর্তৃপক্ষ এমনটা চাইতে পারেন। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আয়োজনের বিষয়ে আয়োজকরা যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততম উপায়ে অবহিত করতে পাবেন সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে; যেমন কোনো দেশে প্রচলিত প্রধান স্থানীয় ভাষায় সহজপ্রাপ্য, স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত একটি ফরম পূরণের মাধ্যমে ভাল হয়, যদি ডাকে পাঠানোর অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব এড়ানোর জন্য ফরমটি অনলাইনে জমা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এর জন্য কোনো ফি নেয়া যাবে না এবং এভাবে অবহিত করার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত সম্ভব, যথাসময়ে অবহিত করা হয়েছে মর্মে একটি প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ প্রদান করবেন ।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার কি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

হ্যাঁ

আপনি কে - এক্ষেত্রে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ (আই-সি-সি-পি-আর) এর ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ২৪/৫ এর মাধ্যমে, অনলাইনে এবং অফলাইনে, কোনো নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং সংখ্যালঘু ও ভিন্ন মত বা বিশ্বাসের অনুসারী ব্যক্তি, মানবাধিকার কর্মী, অভিবাসীসহ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও অন্যান্য, যারা ঐসব অধিকার বাস্তবায়ন বা উন্নয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত, তাদের সহ সকল ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার ও মুক্তভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সর্বতোভাবে রক্ষা করার দায়বদ্ধতার কথা রাষ্ট্রগুলোকে আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সমাবেশের অধিকার বিকশিত করতে রাষ্ট্রের কি কোনো দায়বদ্ধতা রয়েছে?

হ্যাঁ

শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে সহযোগিতা করা রাষ্ট্রের। উসকানিদাতা বা বিরোধিতাকারীদের প্রতিনিধিসহ এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা সমাবেশকে ভণ্ডুল বা ছত্রভঙ্গ করতে চায়, তাদের থেকে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদেরকে রক্ষা করাটাও এ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার কি অনলাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

হ্যাঁ

অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের রয়েছে। ইন্টারনেট, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাস্তবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আয়োজনের অত্যাবশ্যক মাধ্যম। মত প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল স্থানে, অনলাইনে সমবেত হওয়ার অধিকারও জনগণের রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়সহ সব সময় যেন ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার বজায় থাকে, সকল রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইনে প্রকাশিত কোনো বিষয়বস্তুকে ব্লক করার প্রক্রিয়া অবশ্যই কোনো উপযুক্ত বিচারিক কর্তৃপক্ষ বা কোন ধরনের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব থেকে মুক্ত কোনো সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার কি সীমাহীন?

না

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার কোনো পরম অধিকার নয়। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ থাকতে পারে, যা আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা বা জনগণের সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা রক্ষা বা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই বিধি-নিষেধগুলো ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। কোনো বিধি-নিষেধ এই অধিকারের মূল মর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না, এমন বিধি-নিষেধ অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় এমন হতে হবে। কিছু বিধি-নিষেধ, যেমন ঢালাওভাবে সমাবেশ নিষিদ্ধ করা, বৈশিষ্ট্যগত কারণেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক। নিষিদ্ধকরণকে অবশ্যই সর্বশেষ উপায় হিসেবে দেখতে হবে। বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত শ্রোতার "দৃষ্টিসীমা ও শ্রবণসীমা"র মধ্যে সমাবেশ আয়োজন করতে দিতে হবে, যেমন-জোর করে নগরীর বাইরে শহরতলিতে বা কোনো নির্দিষ্ট চত্বরে পাঠানো যাবে না যেখানে এর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসবে।

কর্তৃপক্ষ কি সমাবেশে তৃতীয় পক্ষ (পর্যবেক্ষক বা সাংবাদিকদের) উপস্থিতিতে সহযোগিতা করবে?

হ্যাঁ

মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে, এমনকি উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সমাবেশের অধিকারের আলোকে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণের প্রকৃত বর্ণনাসহ একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়।

সমাবেশ কী?

সমাবেশ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন বা সরকারি জায়গায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সাময়িক জমায়েত। বিক্ষোভ, অভ্যন্তরীণ সভা, ধর্মঘট, মিছিল, র‌্যালি বা এমনকি অবস্থান কর্মসূচিও এর অন্তর্ভূক্ত। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ক্ষোভ ও প্রত্যাশাকে মূর্ত রূপ দিতে, কোনো উপলক্ষ্য উদযাপনে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করতে সমাবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোন ধরনের সমাবেশ আন্তর্জাতিক আইনে সুরক্ষিত?

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে শুধু শান্তিপূর্ণ সমাবেশই সুরক্ষিত; অর্থাৎ যে সমাবেশ সহিংস নয় এবং যেখানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ। অবশ্য কর্তৃপক্ষকে সাধারণভাবে, সব সমাবেশই শান্তিপূর্ণ বলে ধরে নিতে হবে।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই অধিকার এবং সংগঠনের অধিকার- একসাথে মুখ্য অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সাধারণ কল্যাণের জন্য মানুষের একত্রিত হওয়া ও কাজ করার সক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য এই অধিকারগুলো প্রয়োজন। অন্য অনেক নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার চর্চার জন্য এই অধিকার এক প্রকার পূর্বশর্ত। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এর অস্তিত্ব রক্ষায়ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কেননা এর মাধ্যমেই সংলাপ, বহুমাত্রিকতা, সহনশীলতা ও উদারতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যেখানে সংখ্যালঘু এবং ভিন্ন মত বা বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করা হয়।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার, মাইনা কিয়াই (প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৪) | অনুবাদ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

http://www.freeassembly.net • https://www.facebook.com/mainakiai.sr • https://twitter.com/MainaKiai_UNSR • https://www.flickr.com/photos/mainakiai • official OHCHR site | www.askbd.org

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার

উত্তম চর্চার নির্দেশিকা - পৃষ্ঠা ২

স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ কি অনুমোদিত?

হ্যাঁ

স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ আইনত স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং আগাম-অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিৎ নয়। পূর্বঘোষিত বা স্বতঃস্ফূর্ত যে-কোনো সমাবেশের ক্ষেত্রেই নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচলের বিষয়টি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারের চেয়ে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা উচিত নয়। পথচারী ও যানবাহনকে ভিন্ন রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়াসহ মানুষ যাতে সমাবেশের অধিকার ভোগ করতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রের কার্যকর পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রণয়নের দায়িত্ব রয়েছে।

সমাবেশের আয়োজকরা কি অন্যদের কাজের জন্য দায়ী হবেন বা সমাবেশ আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য খরচ প্রদানে বাধ্য থাকবেন?

না

সমাবেশ চলাকালে প্রদত্ত নাগরিক সুবিধাদি (যেমন- পুলিশি নিরাপত্তা, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা)-এর জন্য সমাবেশের আয়োজকরা কোনো ধরনের আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করবেন না। অন্যদের বেআইনি কার্যকলাপের জন্য আয়োজকদেরকে দায়ী করা যাবে না অথবা জনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্যও তাদেরকে দায়ী করা যাবে না। একইভাবে, আয়োজকরা তাদের সমাবেশ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে আগে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে, শুধু সেই কারণেই তাদের আয়োজনকে বাতিল করা যাবে না বা আয়োজকদের বিরুদ্ধে জরিমানা বা কারাদণ্ডের মত কোনো ফৌজদারী বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কোনো সমাবেশের আয়োজক পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং তাদের এমনভাবে তাকতে হবে যেন সহজে শনাক্ত করা যায়। অন্যদের সহিংস আচরণের জন্য তাদেরকে দায়ী করা যাবে না।

সাধারণ 'জননিরাপত্তা'র প্রশ্নে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ কি বৈধ?

না

জননিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না সমাবেশসহ যে কোন ক্ষেত্রে তখনই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যায় যদি তা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের প্রত্যক্ষ হুমকি মোকাবেলার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি থেকে মুক্তির অধিকারকে জনসমাবেশে পুলিশি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রাণঘাতী শক্তির প্রয়োগ শুধু তখনই করা যাবে, যখন তা একেবারেই এড়ানো সম্ভব নয় অথবা তুলনামূলক কম মারাত্মক পদ্ধতি জীবন রক্ষার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ।

মুখ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, অনুচ্ছেদ ২২:
১। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক সংঘ গঠন করার ও যোগদানের অধিকারসহ অন্যদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার থাকবে।
২। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে আইনসম্মত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা বা জনগণের সুরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা রক্ষা বা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো বাধা-বিঘ্ন আরোপ করা যাবে না।

আরো দেখুন

- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র: অনুচ্ছেদ ২০
- সব ধরনের বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সনদ: অনুচ্ছেদ ৫(৯) [সমাবেশের অধিকার জাতি, বর্ণ, বা জাতীয় বা নৃতাত্ত্বিক উৎস নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য, আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে]
- শিশু অধিকার সনদ: অনুচ্ছেদ ১৫ [সমাবেশের অধিকার শিশুদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য]
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ: অনুচ্ছেদ ২৯ [সমাবেশের অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য]
- মানবাধিকার কর্মী বিষয়ক ঘোষণাপত্র: অনুচ্ছেদ ৫

প্রধান প্রধান আঞ্চলিক মানদণ্ড

- মানবাধিকার ও জনগণের অধিকার বিষয়ক আফ্রিকান সনদ: অনুচ্ছেদ ১১
- শিশু অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ক আফ্রিকান সনদ: অনুচ্ছেদ ৮
- মানুষের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক আমেরিকান ঘোষণাপত্র: অনুচ্ছেদ ২১
- আমেরিকান মানবাধিকার সনদ: অনুচ্ছেদ ১৫
- ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদ: অনুচ্ছেদ ১১
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৌলিক অধিকারের সনদ: অনুচ্ছেদ ১২

বিচ্ছিন্ন সহিংসতা কি বিক্ষোভ বন্ধ করে দেয়ার যুক্তি হতে পারে?

না

যে কোনো সমাবেশ শান্তিপূর্ণ– এমনটাই ধরে নেয়া উচিত। বিচ্ছিন্ন সহিংসতা বা অন্য কারো শাস্তিমূলক আচরণের কারণে কোনো ব্যক্তির সমাবেশের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না, যদি ঐ ব্যক্তি নিজে তার উদ্দেশ্য ও আচরণে শান্তিপূর্ণ থাকেন। বিচ্ছিন্ন সহিংসতার কারণে পুরো সমাবেশকেই অ-শান্তিপূর্ণ বিবেচনা করা যায় না।

যুগপৎ বিক্ষোভ ও পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ কি অনুমোদিত?

হ্যাঁ

একই জায়গায় এবং একই সময়ে যুগপৎ সমাবেশের ক্ষেত্রে, যখন সম্ভব হয়, সকল আয়োজনকেই চলতে দেওয়া, নিরাপত্তা প্রদান ও সহযোগিতা করা উচিত। পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভের ক্ষেত্রে, যেখানে একটি সমাবেশের লক্ষ্য হয় অন্য সমাবেশগুলোর বক্তব্যের বিরোধিতা করা সেরকম ক্ষেত্রে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। এরকম পাল্টা বিক্ষোভ চলতে দেওয়া উচিত, তবে তা যেন অন্যান্য সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

নির্বাচনের সময় কর্তৃপক্ষ কি সমাবেশের অধিকারের ওপর বিশেষ বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারেন?

না

নির্বাচনকালীন পর্যায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নিশ্চিত, ও সুসংহত করার জন্য একটি জাতির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সময়। নির্বাচনের সময় সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করতে সহযোগিতা ও সুরক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা আরো বেশি হওয়া উচিৎ। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে খর্ব করে সত্যিকারের নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অন্যায়ভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার খর্ব করার জন্য রাষ্ট্র নির্বাচনকে একটি অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে পারে না। বরং নির্বাচনকালীন সমাবেশের অধিকার সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বাস্তবতা অন্য সময়ের চেয়ে আরো শক্তিশালী হতে হবে।

যদি আমার সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে আমি কি এর জন্য কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী?

হ্যাঁ

স্বাধীনভাবে, দ্রুততার সঙ্গে ও বিস্তারিত পরিসরে সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘনসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করতে পারে, এমন সহজগম্য ও কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার অন্যায়ভাবে খর্ব করা হয়, সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রতিকার পাওয়ার এবং ন্যায্য ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আছে। যারা জনসমাবেশে বাধা দেয় বা সহিংসভাবে তা ছত্রভঙ্গ করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনেও ফৌজদারী ও শৃঙ্খলামূলক শাস্তির বিধান থাকা উচিৎ।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, মাইনা কিয়াই (প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৪) | অনুবাদ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
http://www.freeassembly.net • https://www.facebook.com/mainakiai.sr • https://twitter.com/MainaKiai_UNSR • https://www.flickr.com/photos/mainakiai • official OHCHR site | www.askbd.org